জাতীয়-মঙ্গল।

মহম্মদ মোজাম্মেল হক্ প্রণীত।

মূল্য ছয় আনা।

প্রকাশক—

মহম্মদ আজিজল হক্।

৬১ ও ৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা;

কুন্তলীন প্রেসে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

নিবেদন।

"জাতীয়-মঙ্গল" প্রকাশিত হইল। ইহার "মঙ্গল-আহ্বান," "নির্জীব বাঙ্গালী" এবং "ছুটগো আজিকে তবে" এই তিনটি কবিতা যথাক্রমে "সোলতান" ও "ইস্‌লাম-প্রচারকে" ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে আবশ্যক বোধে উহা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছি।

এই পুস্তক আমাদের সমাজের বিশুদ্ধ হিতকামনায় লিখিত হইয়াছে। ইহাতে কোন প্রকার সামাজিক দ্বন্দ্বের ভাব মনে রাখিয়া কিছু লিখি নাই। যাঁহারা প্রকৃত সমাজ-হিতকামী, তাঁহারা সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, আশা করি, আমার প্রাণের বেদনা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বিনীত নিবেদন ইতি।

ভোলা,
আশ্বিন, ১৩১৬

মহম্মদ মোজাম্মেল হক্।

সূচী


জাতীয় মঙ্গল

জাতীয়-মঙ্গল।

উত্থান-গীতি।

ওই শোন ওই সুর—
ভরেছে বিশ্বপুর !
দেশ মহাদেশ—আকুলি' অশেষ,
সহস্র জীবন,—সাগর সুদূর !
আয় ভাই আয় কে আছ কোথায় !
সে সুর নিখিল প্লাবি' চলি' যায়,
আমরা রহিব পড়ে' কি ধরায়,—
এমন মরণাতুর ?

জাতীয়মঙ্গল

আয় না রে ভাই, আয় চলে আয়,
উত্থানের গীতি গাইয়া সবায়,
দেখ্‌না, দর্পে অই চলে' যায়
ধরার সকল জাতি!

প্রাণে নিয়ে আশা—দেহে নিয়ে বল,
ছেড়ে' হা-হুতাশ, মুছে' অশ্রু-জল,
দেখ্ চেয়ে দেখ্ যত নর দল
ছুটেছে উৎসাহে মাতি'।

যাদেরে কখনো জানেনিক ধরা,
মৃত সম চির আছিল যাহারা,
দেখ্ চেয়ে দেখ্ উঠে আজি তা'রা
সকলে সবেগে ধায়!

"দুর্ব্বল" যা'দের নামের ভূষণ
বলিয়া জানিত নিখিল ভুবন,
দেখ্ চেয়ে দেখ্ এ শুভ লগন
তা'রাও ছাড়েনি হায়!

জাতীয়মঙ্গল

এই কর্ম্ম-যুগে অলস রহিলে,
অন্ন, সমাদর ভাগ্যে নাহি মিলে,
শুধু মিলে ঘৃণা অনন্ত অখিলে,
এ তত্ত্ব বুঝে'ছে তা'রা,

বুঝিয়াছে আরো, চিরদিন তরে
সবে অবহেলা—অপমান করে,
কাহারো করুণা হয় না অন্তরে,
ঢালিলে নয়ন-ধারা !

তাই তা'রা দেখ্ অই দলে দলে
ছুটিয়া কেমন উল্লাসে সকলে
মিলিছে আসিয়া একছত্র তলে—
বাঁচিয়া থাকিতে ভবে,

যত দিন দেহে থাকিবে জীবন
বাঁচিতেই হবে, একথা কখন
তোদের মতন চির বিস্মরণ
হয়েছে তাহারা কবে?

তাই দেখ্ মিলে শিশু বৃদ্ধ দল,
জড়তার স্থানে নিয়ে নব বল,
দুর্ব্বল সমাজ করিতে সবল
উৎসাহে ছুটেছে সবে,

কাহারো চেষ্টা না হয় বিফল,
তাদেরো প্রয়াস পা'বে শুভফল,
দেখিবি দেখিবি শীঘ্র এ দল
গণ্য হইবে ভবে।

তোদের জড়তা দেখে' হাসি পায়,
এখনো যে ঘুম্ ভাঙ্গিলনা হায়,
এশুভ লগন হারা'লি হেলায়
বুঝিবা আপন দোষে!

জানিবি নিশ্চয়, হারা'লে সুযোগ
তোদের কপালে চির দুখ ভোগ
হইবে; তখন, মিছে হ'বে শোক—
মিছে কাঁদা নিজ রোষে

জাতীয়মঙ্গল

শিক্ষা-আন্দোলন হইল যখন,
তখনো ছিলিরে নিদ্রা-মগন,
তাহারি কুফল ভুগিস্ এখন—
দেখেও দেখিস্ না রে,

"কোথা রবি জ্বলে কেবা আঁখি মেলে"
বলিয়া বিভোর—ঘুমে অঙ্গ ঢেলে,
হারাইলি হায় সব অবহেলে,
এখন,—পরের দ্বারে!

তোরা তো কখনো নহ চির হীন,
তোদের গরবে ধরা একদিন
গৌরব-দীপ্ত ছিল ;—এত দীন
হইলি কেমনে ভাই ?

ভাবিয়া দেখিলে পাইবি দেখিতে,
সে উৎসাহ-কণা নাহি ধমনীতে—
সে আকাঙ্ক্ষা নাই দুর্দ্দশা নাশিতে,
এ দশা হ'য়েছে তাই।

জাতীয় মঙ্গল

হ'য়ে শ্রেষ্ঠ জাতি দীন হীন বেশে,
তৃণসম কোথা গিয়েছিস্ ভেসে' !
আর কতকাল কাটাবি রে হেসে'
হইয়ে মর্য্যাদাহীন ?

আর ভাই আর বৃথা কালক্ষয়
করিবার আর নাহিরে সময় ;
অলসের আর জানিবি নিশ্চয়
ধরায় র'বে না চিন্ !

তাই বলি নব তেজে পূরি' প্রাণ
আয় ছুটে আয়, আয় কোটি প্রাণ,
গাইয়া মঙ্গল উত্থানের গান,
জড়তা করিয়া দূর ।—

তাহ'লে দেখিবি কিছু দিনে আর
মঙ্গল-আলো জ্বলিবে আবার,
হাসা'য়ে তোমার পুণ্য-আগার,—
বিভাতি' বিশ্বপুর !

কি ফল লভিবে ঘুমি’?

অই দেখ ভাই, আকাশ রঞ্জিয়া
উঠিছে তরুণ রবি,
ঘুমন্ত জগৎ চেতনা লভিয়া
ধরে’ছে নূতন ছবি!
সবার দুয়ার খুলিয়া গিয়াছে,
শিশুরা ছাড়িছে কোল,
বুকের খোকাও ঊষার পরশে
ধরে’ছে ‘মা-মা-মা’ বোল!
তোমার দুয়ার রুদ্ধ কেবল
নিদ্রা-কাতর তুমি,
ছি! ছি! একি ভাই তোমার সাজে?—
কি ফল লভিবে ঘুমি’?

অই দেখ ভাই সবার গো-শাল
মুক্ত হয়েছে কবে,
হরষে মাতিয়া তৃণ দূর্ব্বাদল
খাইছে গোধন সবে।
তোমার গোধন গোশালে রুদ্ধ,
তব আগমন মাগি'
রহিছে দাঁড়ায়ে হ'তে বহুক্ষণ
মুক্ত হ'বার লাগি'!
লোকের নিকট অলস বলিয়া
আখ্যা পাইবে তুমি,
ছি! ছি! একি ভাই তোমার সাজে,—
কি ফল লভিবে ঘুমি'?

অই দেখ ভাই, তোমার পড়শী
ব্যস্ত হইয়া উঠি,'
বৃষভ লইয়া সবার আগে
ক্ষেত্রে গিয়াছে ছুটি'।

তাহার ক্ষেতে পড়ে'ছে লাঙ্গল—
সজলা নদীর তীরে,—
শুধু তব ক্ষেত চির তৃণময়
রহিবে পড়িয়া কি রে?
ঊষার আলোকে উঠিবে হাসিয়া
কর্ষিত তাঁর ভূমি,
ছি! ছি! একি ভাই, নিদ্রা-কাতর
এখনো রহিবে তুমি?

অই দেখ ভাই, ঊষার আলোকে
শিশুরা খেলিছে সুখে,
তোমার শিশু কি এখনো আঁধারে
রহিবে শুষ্ক মুখে?
প্রভাত-সমীরে খেলিয়া সকলে
শরীরে পাইবে বল,
রুদ্ধ রাখিয়া তোমার শিশু কি
করিবে হা! হীনবল!

জাতীয়মঙ্গল

কিছু দিনে, তা'রা হইবে মানুষ,—
হাসা'য়ে আপন ভূমি,
ছি! ছি! একি ভাই, রুদ্ধ রাখিবে
তোমার শিশুটি তুমি?

অই দেখ ভাই, অরুণ-কিরণে
ছাইয়া গিয়াছে ধরা,
এখনো যে তুমি নিদ্রা-অলস
জীয়ন্তে আছ মরা!
যত গৃহকোণ কিরণে ভাসে
আঁধার তোমার গেহ,
সবার এখন সতেজ শরীর—
তোমারি অসার দেহ!
সবাই এখন ফুল্ল পরাণ,
নির্জীব শুধু তুমি!—
ছ! একি ভাই তোমার সাজে,—
কি ফল লভিবে ঘুমি'?

অই দেখ ভাই, মুক্ত দুয়ার,—
সবারি ; তোমার হায় !
না পশে গৃহে উষার বাতাস,—
এখনো যে তমসায় !!
উষার বায়ু বাড়ায় আয়ু,—
স্বাস্থ্যের মধু হাসি !—
তোমার জীবন কাটিবে এমনি
মরণেরে ভালবাসি' ?
এখনো যে তব পড়িয়া রয়েছে
উষর—বিশাল ভূমি,—
ছি ! ছি ! একি ভাই, নিদ্রা-কাতর
এখনো রহিবে তুমি ?

অই দেখ ভাই, সবার আঙ্গন
অমল—মার্জ্জিত করে,
নবীন তেজে যে যার কাজে
চলিয়া গিয়াছে সবে।

বিশ্বজগৎ   কর্ম্মের ভূমি—

না পোহা'তে, হের, রাতি,

কর্ম্মের ওই   মহা কোলাহলে

উঠেছে বিশ্ব মাতি' !

যে যাঁর কর্ম্ম   লইয়া শিরে

ব্যস্ত সবাই কাজে,

ছি! ছি! একি ভাই,   এখনো নিদ্রায়

রহিবে গো কোন্ লাজে?

অই দেখ ভাই,   ভরি' ভাঁড় ভাঁড়

নবনী, দুগ্ধ, ক্ষীরে

গোয়াল ছুটেছে   কর্ম্মস্থলে

বস্ত্র বাঁধিয়া শিরে।

করাত লইয়া   সূত্রধরেরা

করিছে কাষ্ঠপাত,

আগুন জ্বালায়ে   হাপরে, কামার,

নেহায়ে দিয়েছে হাত;

মুদী পশারীরা কপাট তুলেছে
আপন বিপণি-মাঝে,—
ছি! ছি! একি ভাই, এখনো অলস
তোমার থাকা কি সাজে?

অই দেখ ভাই, বিদেশ হইতে
শত শত পোত আসি'
তোমার নদীতে নোঙ্গর ফেলিয়া
রয়েছে সকলে ভাসি',
তোমার ক্ষেতে যে ফলেছে ধান
বাঁচাতে তোমার প্রাণ,
তাহাই ভরিয়া, নোঙ্গর তুলিছে—
পালেতে দিতেছে টান্!
তুমি যে হয়েছ ধনের কাঙ্গাল
জন্মি' রতন-মাঝে!
ছি! ছি! একি ভাই, দেখেও দেখ না—
বেঁচে আছ কোন কাজে?

জাতীয় মঙ্গল

অই দেখ ভাই, বিলাস-পণ্য
আনিয়া যে অগণন,
তোমার দুয়ারে সাজায় দোকান
জগতের যত জন!
রত্ন মাণিক যে সব অতুল
প্রদানে তোমার ভূমি,
তাই দিয়ে কি না মাটির পুতুল
যত্নে কিনিছ তুমি!!
অপরে হইল কুবের-সমান
জন্মে'ও মরু মাঝে,
ছি! ছি!—আর, তুমি রহিলে মূর্খ
এমন ঘৃণিত লাজে!

অই দেখ ভাই, তোমার বাজারে
তব দ্রব্য ঠেলে' রেখে',
তোমারই ভাই পরের জিনিষ
কিনিছে আপনি দেখে'!

তোমার পণ্য বিক্রীত না হ'লে
উপোস থাকিতে হবে,
তাহা ত তোমার আপন ভ্রাতা
ভাবেনা কখনো কবে!
না ফুটায়ে তার অন্ধ-আঁখি,
জ্ঞান—হৃদয় মাঝে,
ছি! ছি! একি ভাই, এখনো অলস
রহিয়াছ কোন্ লাজে?

উঠ তবে ভাই, উঠগো এখন—
জড়তা কর গো দূর,
বাঁধ গো কটি করিতে গৃহেরে
রতনে ভরপূর।
তোমার শিল্পে আছে যে শক্তি
জান না কি তুমি তাহা?—
তোমার ভূমি রত্ন-প্রসবিনী
দেখেও দেখ না আহা!

জাতীয় মঙ্গল

আজি তবে ভাই, এই কর পণ
ছুঁইয়া তোমার ভূমি,
স্বীয় সুমঙ্গল জাতীয় মঙ্গলে
পরাণ সঁপিলে তুমি।



চল্‌রে তোরা এখনি।

ওরে, ওরে! তোরা আপন আলোকে
আলোকি' নিখিল ধরণী,
চল্‌রে, চল্‌রে, চল্‌রে সবে,
চল্‌রে তোরা এখনি।

নিদ্রা যে আর নাহিক সাজে,
রহিস্‌ নে আর মিথ্যা কাজে,
নবোৎসাহ নব আশায়
নাচুক তোদের ধমনী!
চল্‌রে তোরা এখনি।

মানুষ-সাজে সবাই সেজে',
ছুট্ রে আজি নবীন তেজে,
উল্লাসে আজ উঠুক হেসে'
সকল ভুবন অবনী !
চল্‌রে তোরা এখনি।

দেখ্ চেয়ে অই ধরার পানে,
মত্ত সবাই আশার গানে ;—
তোরি শুধু নিরাশ প্রাণের
উঠ্‌বে রে হা-হা ধ্বনি ?
চল্‌রে তোরা এখনি।

সবাই সতেজ ফুল্ল-পরাণ,
সবাই গায় মঙ্গল-গান,
তুই রে শুধু রইবি অলস—
বইবি কি ভবের গ্লানি ?
চল্‌রে তোরা এখনি।

জাতীয়মঙ্গল

আয় সেজে' আয় মানুষ-সাজে,
আয় ছুটে' আয় আপন কাজে,
জাগাও পরাণ ভুবন-মাঝে—
চালাও আশার তরণী!
চল্‌রে তোরা এখনি।

গাওরে অমিয় আশার গীতি
ঘরে ঘরে যা'ক্ উছলি' প্রীতি,
আনন্দময়—সন্ধ্যা সকাল—
হ'ক তব দিন রজনী!
চল্‌রে তোরা এখনি

পাঁচজন ঘরে আছ যারা ভাই,
একটি তা'দের আসিলে যে, তা'ই
দেশের মাঝে দশের কাজে—
মানিব মাথার মণি!
চল্‌রে তোরা এখনি।

বৃথা কাজে শুধু যাপিলে সময়,
এ সমাজ আর জাগিবার নয় ;
শিখ রে শিল্প উৎসাহে সবে
যত পুরুষ রমণী।
চল্‌রে তোরা এখনি।

বিদ্যার বিমল আলোক দিয়া
আলোকিত কর ললনার হিয়া,
যেন হ'তে পারে অচিরে সবাই
প্রকৃত মানব-জননী !
চল্‌রে তোরা এখনি।

শিশু-হৃদে মাতা উপদেশ ছলে,
যে উৎসাহ-বীজ বপে কুতূহলে,
তাহার সুফল ফলে চির দিন—
এ নহে স্বপন-কাহিনী !
চল্‌রে তোরা এখনি।

শিক্ষিতা জননী বিনে কভু আর,
শিশুর সুশিক্ষা হবেনা ক সার,
স্ত্রী-সুশিক্ষার বিহিত বিধান
কররে সমাজ আপনি।
চল্‌রে তোরা এখনি।

গিয়ে মাঠে মাঠে কৃষক-দুয়ারে,
উত্থানের গান গেয়ে সমস্বরে,
জাগারে তা'দের অবশ পরাণ—
নাচারে তা'দের ধমনী!
চল্‌রে তোরা এখনি।

জাগিলে বিরাট কৃষক-মণ্ডলী,
দেখিবি তখন ছুটিবে বিজলী
এ চির-রুগ্ন-সমাজ-দেহে,—
আবার ফুটিবে লাবণী!
চল্‌রে তোরা এখনি।

একেলা জাগিলে ফল নাহি হ'বে,
জাগা'তে হইবে শিশু বৃদ্ধ সবে,—
সকলের মাঝে রয়েছে মোদের
আশার রত্ন-খনি।
চল্‌রে তোরা এখনি।

দেখিবি তাহ'লে অচিরে তখন,
হাসিবে আবার মোস্লেম-ভবন,
পুনঃ মোস্লেম-পূত-গৌরবে
পূরিবে সকল ধরণী!
চল্‌রে তোরা এখনি।

বুঝে' শক্তি নিজ—নিজ মহা বল,
কর্ আপনারে জগতে সফল,
আজি হ'তে হও জগতে গণ্য—
স্মরিয়ে আল্লা গণি।
চল্‌রে তোরা এখনি।

মঙ্গল-আহ্বান।

অই শুন বাজিতেছে মঙ্গল-বাঁশরী,
আসিয়াছে তব ভ্রাতৃগণ
মঙ্গল-আহ্বান-গীতি শোনা'তে তোমারে,
করিতে তোমারে সচেতন।
বহু দিন জড়বৎ ছিলে যে নিদ্রায়,—
নিদ্রা তব আর নাহি সাজে,
অলস বলিয়া তোমা নিন্দিবে জগৎ
মগন রহিলে বৃথা কাজে!

জাতীয়মঙ্গল

তোমাকে নিদ্রিত দেখি' সমস্ত জগৎ
ওই শোন করি' উপহাস
আপন আপন কর্ম্ম গুছাইছে সবে,
তোমার শুধুই—উপবাস!
আরো ঘুমে থাকিবার আছে কি সময়?—
অলসের কোথা ভবে স্থান,
অতীত গৌরব স্মরি' মনে মনে বড় হওয়া,-
সে কেবল বৃথা অভিমান!

"বাদশাহের জাতি মোরা—বিশ্বজয়ী কভু
ছিনু মোরা এ বিশ্ব ধরায়;
মোদের হুঙ্কার-রবে কাঁপিত মেদিনী—
সন্ত্রাসিত করিত সবায়!
বিশ্ব জুড়ে' মোস্লেমের রাজ্য ছিল কত—
তা'রাইত শাসিত ধরায়!"
বলিয়া গরবে স্ফিতি—মূর্খতা কেবল,
দীনতা তো ঘুচিবে না তায়!

"জ্ঞানের-মন্দিরে মোরা করি' বিচরণ—
আহরিয়া জ্ঞানের ভাণ্ডার,
বিতরিয়া তাহা কত বর্ব্বর জাতিরে,
চিত্ত-শুদ্ধি করেছিনু তা'র;
মোস্লেম-সভ্যতা-ফল বিজ্ঞান, দর্শন
করেছিল স্তম্ভিত ধরায়!"
বলিয়া গরবে কিছু নাহি ফলোদয়,—
এ মুর্খতা ঘুচিবে না তায়!

"চারু শিল্পে মোস্লেমের সমকক্ষ কেহ
নাহি ছিল এ বিশ্ব মাঝারে,
'আল্‌হাম্ব্রা,' 'তাজ' আর 'ওমর-মস্‌জিদ্‌'
নিদর্শন আছে বিশ্বাগারে!
কত শত নিদর্শন কে করে গণন—
আরো আছে বিশাল ধরায়"—
বলিয়া গরবে কিছু নাহি ফলোদয়,—
শিল্পকলা ফিরিবে না তায়!

"মোস্লেম-বাণিজ্য-তরী সিন্ধু-বক্ষ চিরি'
ঘুরিত বিশ্বের চারিধার,
অজ্ঞাত, অশ্রুত কত রাজ্য, জনপদ
সেই সঙ্গে হয় আবিষ্কার!
ধনরত্নে পূর্ণ ছিল মোস্লেম-ভাণ্ডার—
ধনী তারা ছিল এ ধরায়"
বলিয়া গরবে কিছু নাহি ফলোদয়,—
এ দৈন্য তো ঘুচিবে না তায়!

"মোস্লেম, বীরত্বে মহা, স্বীয় ভুজবলে
করেছিল এ বিশ্ব বিজয়,
সে বীরত্বে অগণিত রাজার মুকুট
পদে তা'র বিলুণ্ঠিত হয়!
তাহাদের ভীম তেজ—অতুল বিক্রমে
সশঙ্কিত থাকিত সবায়!"
বলিয়া গরবে কিছু নাহি ফলোদয়,—
এ ভীরুতা ঘুচিবে না তায়!

"নেতৃ-আবাহন শুনি' বিক্ষিপ্ত সকলে
আসিয়া হইত একত্রিত,
আবার আদেশ শুনি' যে যাহার কাজে
হর্ষ ভরে হ'ত প্রধাবিত ;
কেবল একতা-বলে করেছিল তা'রা
পরাজয়—রাজ্য সমুদায়"
বলিয়া গরবে কিছু নাহি ফলোদয়,
এ বিবাদ ঘুচিবে না তায় !

"ধনী ছিনু, জ্ঞানী ছিনু, পুনঃ উদ্ধারিব
বিলুপ্ত মোদের জ্ঞান, ধন"
বলিয়া ছুটগো যদি এ নব প্রভাতে
করিয়া ভীষ্মের মত পণ,—
একেলা ছুটিলে কিছু ফল নাহি হ'বে—
ছুটিতে হইবে কোটি প্রাণ,
নিশ্চয় জানিও তবে ভাগ্য-লক্ষ্মী আসি'
করিবেন শিরে অধিষ্ঠান।

উদ্ধারিতে শিল্পকলা, বিলুপ্ত বিভব,
ভীরুতা ঘুচা'তে চিরতরে
চাহ যদি, ছুট আজি এ শুভ লগনে,
সকলে মিলিয়া হর্ষভরে।
দীনতা ঘুচা'তে যদি চাহ আর বার,-
হীনতা ঘুচা'তে চির তরে,
এস ভাই মোস্লেমের অযুত সন্তান,
ছুটে' আজি এস হর্ষভরে।

সমাজ-শরীরে যত কলঙ্কের রেখা
আছে, তাহা মুছিয়া যতনে,
কলঙ্ক-বিহীন করি' সমাজ-গঠন
কর আজি এ শুভ লগনে!
অপবিত্র যাহা কিছু যত্নে করি' দূর,
পবিত্রতা আনহ তথায়,
মনে রেখো, কপটতা আশ্রয় করিয়া
কোন জাতি উঠেনি ধরায়!

জাতীয়মঙ্গল

নিজেদের মধ্যে যত অপ্রিয় বিবাদ
মিটাইয়া এ শুভ প্রভাতে,
এক লক্ষ্যে রাখি' প্রাণ, হও অগ্রসর
সকলে ধরিয়া হাতে হাতে ;
অর্দ্ধচন্দ্র-বিখচিত এক ধ্বজা-তলে
হ'য়ে আজি সবে একত্রিত,
স্বজাতি ও স্বদেশের মঙ্গলবিধানে
প্রাণ মন কর নিয়োজিত।

"মোস্লেম-জাতীয়-ব্যাঙ্ক" করহ স্থাপিত
ঘুচাইতে এ চির দীনতা,
গ্রামে গ্রামে স্থাপি' উচ্চ বিদ্যার আগার
দূর কর এ চির মূর্খতা !
"বয়তুলমালের"* কর তহবিল স্থাপন
গ্রামে গ্রামে প্রতি ঘরে ঘরে,
ঘুচাইতে চির দৈন্য—চির হতমান,
আজি এই মঙ্গল-বাসরে !

* অনাথের প্রতিপালন, লোকশিক্ষা প্রভৃতির জন্য সাধারণের ধনাগার।

"এ উত্থান-যুগে উচ্চ-শিক্ষা ব্যতিরেকে
কোন কাজ হয় না সাধিত,"
বুঝিতে এ মন্ত্র আজি সকলে তোমরা
এক প্রাণে হও চেষ্টান্বিত।
"রাজনীতি, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্পকলা,
বিজ্ঞান, বাণিজ্য-শিক্ষা-তরে"
দেশে দেশে ছেলেদের দলে দলে দলে
পাঠাইয়া দাও হর্ষভরে!

জাতীয় শিক্ষার করি' সমিতি স্থাপন
প্রতি বর্ষে প্রত্যেক নগরে,
নিজেদের সন্তানের সুশিক্ষার ভার
তুলে' লও আপনার করে;
যে ভাবে সুশিক্ষাদান করিলে তা'দের
হইবেক অভীষ্ট সাধন,
সেই শিক্ষাদান-হেতু হও চেষ্টান্বিত,—
উপায় করহ উদ্ভাবন।

তাহ'লে দেখিবে ভাই, অচিরে তোমার
অভীষ্ট হইবে সংসাধন,
মানুষ হইবে তুমি,—মুগ্ধ হ'বে দেখি'
জগতের নরনারীগণ!
কর্ম্মে নিয়োজিত হ'য়ে এক মন প্রাণে
যদি কর কঠোর সাধনা,
তবে বল কেন ভাই পূরিবে না তব
হৃদয়ের এ চির বাসনা?

পূর্ণিয়া জেলাতে যেই শিক্ষার সমিতি
কিছু দিনে হইবে মিলিত,
কর্ম্মোৎসাহ নিয়ে প্রাণে দলে দলে সবে
সেই দিকে হও প্রধাবিত;
একত্রিত হ'য়ে সবে দেখাও জগতে
মোস্লেমের যুক্ত-শক্তি-বল,
নির্জীব মোস্লেমো যে গো হ'লে একত্রিত
পদভরে কাঁপে ধরাতল!

সকলে মিলিয়া সেথা উন্নত শিক্ষার
 কর গিয়ে উপায় বিধান,
যাহাতে বাঙ্গালা জুড়ি' মোস্লেম-সন্তানে
 করিবারে পার উহা দান।
যাহাতে নির্জীব প্রাণ হয় সঞ্জীবিত
 বঙ্গের মোস্লেম সবাকার,
চির অলসতা ছাড়ি' যেন গো তাহারা
 আঁখি মেলি' উঠে আর বার!

নির্জীব বাঙ্গালী।*

নির্জীব বাঙ্গালী তোরা কে দেখিবি আয়।
মায়ের আদুরে ছেলে,
একবিন্দু ব্যথা পেলে,
ননীর পুতুল সম ছুঁতে' গলে' যায়!
নির্জীব বাঙ্গালী তোরা কে দেখিবি আয়।

মুখে বুলি সর্ব্বদাই,
"লেখাপড়া সে ত ছাই—
ইংরেজী পড়িলে শেষে স্বর্গ পাওয়া দায়!"
নির্জীব বাঙ্গালী তোরা কে দেখিবি আয়।

দশ বর্ষ যায় চলে',
তবুও দুধের ছেলে!
কি জানি আলোক দেখে' পাছে ভয় পায়!
নির্জীব বাঙ্গালী তোরা কে দেখিবি আয়।

---

* বাঙ্গালার মুসলমান।

জাতীয়মঙ্গল

বার বর্ষ ব'স হ'লে,
গিয়ে গ্রাম্য পাঠশালে—
'বানান' শিখিতে দু'টি বর্ষ চলে' যায়!
নির্জীব বাঙ্গালী তোরা কে দেখিবি আয়।

"বর্ণশিক্ষা" হ'লে শেষ,
কেহ ছাড়ি' নিজ দেশ,
উচ্চশিক্ষা অভিলাষে অন্য দেশে যায়!
নির্জীব বাঙ্গালী তোরা কে দেখিবি আয়।

কেহ "শিশুশিক্ষা" পড়ে'
'মোক্তব' তালাস করে
পড়িতে পারসী ভাষা—"বোঁস্তা" "গোলেস্তায়
নির্জীব বাঙ্গালী তোরা কে দেখিবি আয়।

মোক্তবের শিক্ষা হ'লে,
কেহ হুগ্লী যায় চলে'
সাজিতে "মৌলবী গুরু" পড়ি' মাদ্রাসায়।
নির্জীব বাঙ্গালী তোরা কে দেখিবি আয়।

শেষে করে' "উলা" পাশ,
গলে পরে' দৈন্য-ফাঁস
"মোল্লা-দোপেয়াজী"* সেজে' ভিক্ষা মেগে' খায়!
নির্জীব বাঙ্গালী তোরা কে দেখিবি আয়।

ইংরেজী শিক্ষার তরে,
কেহ যায় দেশান্তরে,
দু'দিন 'এ'—'বি'—'সি' পড়ে' বাড়ী ফিরে ধায়!
নির্জীব বাঙ্গালী তোরা কে দেখিবি আয়।

সর্ব্ব বিদ্যা হ'লে শিক্ষা,
কারো ভাগ্যে জুটে ভিক্ষা,
কেহ নিরুপায় হ'য়ে চুরি করে' খায়।
নির্জীব বাঙ্গালী তোরা কে দেখিবি আয়।

সমাজহিত-উদাসীন, কর্ম্ম-কুণ্ঠ, শ্রমকাতর ও ভিক্ষোপজীবি ...বীগণকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিত; ইহাদের দ্বারা সমাজের অশেষবিধ ...ল সাধিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, সমাজহিত-পরায়ণ, আত্ম-...শীল ও আত্ম-মর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন মৌলবী সাহেবগণ আমাদিগের ... শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র।

একান্ত না পে'লে ভাত,
মাথে পড়ে বজ্রাঘাত,
তখন ডাকাতি করে' বেড়ি পরে পায় !
নির্জীব বাঙ্গালী তোরা কে দেখিবি আয় ।

ব্যবসায় বলিহারি,
কেহ করে "চৌকিদারী"—
অতি ভাগ্য যার সেই "দফাদারী" পায় !
নির্জীব বাঙ্গালী তোরা কে দেখিবি আয় ।

কেহ রুটী বেচে ঘুরি',
কেহ করে "মুটেগিরি",
কেহবা "খালাসী" হ'য়ে "জঙ্ঘা" পরে গায় !
নির্জীব বাঙ্গালী তোরা কে দেখিবি আয় ।

লম্বা চৌড়া তেরি কেটে,
বাবু পেড়ে ধুতি এঁটে,
কেহবা "কোচম্যান" হয়ে তুরঙ্গ হাঁকায় !
নির্জীব বাঙ্গালী তোরা কে দেখিবি আয় ।

সাহেবের খানা রেঁধে,
মাথাতে পাগড়ী বেঁধে,
কেহবা "আরদালী" হ'য়ে পিছু পিছু ধায় !
নির্জীব বাঙ্গালী তোরা কে দেখিবি আয়।

কেহ আদালতে গিয়ে,
"চাপরাশটি" এঁটে দিয়ে,
সগর্ব্বে হাঁকিয়া বলে—"উয়ে হাজির হায় !"
নির্জীব বাঙ্গালী তোরা কে দেখিবি আয়।

কেহ "এপ্রেন্টিসী" নিয়ে,
পর-পদানত হ'য়ে,
ভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে লাথি গুতো খায় !
নির্জীব বাঙ্গালী তোরা কে দেখিবি আয়।

জমিদার-ছেলে যত,
বিলাস, ব্যসনে রত,
ছড়ি, ঘড়ি, চশমা নাকে দিব্য শোভা পায় !
নির্জীব বাঙ্গালী তোরা কে দেখিবি আয়।

জাতীয়মঙ্গল

পরহিতে প্রাণ দিয়া,
কেহ মরে চেঁচাইয়া,
কেহ ধর্ম্ম-বক্তা হ'য়ে বক্তৃতা ফাটায়।
নির্জীব বাঙ্গালী তোরা কে দেখিবি আয়।

"আঞ্জমনে ইস্‌লামিয়া,"
"আঞ্জমনে খয়রাতিয়া,"
টাইটেলে ভূষিত সভা যথায় তথায়।
নির্জীব বাঙ্গালী তোরা কে দেখিবি আয়।

"উদ্দীপনা", "উদ্দীপন,"
"জাগো এবে", "আবাহন,"
কতই কবিতা কত নব্য কবি গায়!
নির্জীব বাঙ্গালী তোরা কে দেখিবি আয়।



আজ্‌কে তোরা চল্‌।

ওরে যুবকদল,
আজ্‌কে তোরা চল্‌!
তোরাই দেশের বল ভরসা—
তোরাই আশার স্থল!
আজ্‌কে তোরা চল্‌।

বুড়ো যারা থাকুক্‌ বসে',
যা'পুক না কাল হায় আপ্‌সোষে!
তোরা যদি নিজে চলিস্‌,
বুকে পাবি বল।
আজ্‌কে তোরা চল্‌।

সমাজ তোদের বড়ই যে দীন,
বসন তাহার জীর্ণ মলিন,
পরা'তে তায় রত্ন-ভূষা
আয় রে বেঁধে দল।
আজ্‌কে তোরা চল।

তোদের শিরায় তপ্ত শোণিত
নিত্য যে রে হয় প্রবাহিত্‌,
তোদের পানে চেয়ে সমাজ
ফেল্‌ছে আঁখি-জল!
আজ্‌কে তোরা চল্‌।

জন্ম তোদের যেই সমাজে,
খাট্‌তে আজি তাহার কাজে
ন্যায়-ধর্ম্মের বিধান মতে
বাধ্য কিনা বল্‌?
আজ্‌কে তোরা চল্‌।

অপর-পানে চাহিস্ যদি,
কাঁদ্‌বে তোদের কোমল হৃদি,
রতন-মাণিক-বিমণ্ডিত
দেখ্‌বি সকল দল !
আজ্‌কে তোরা চল্‌।

সমাজের এ দৈন্য দেখে',
অঙ্গ তাহার শূন্য রেখে',
কোন্ পরাণে পর্‌বি আজি
ভূষণ চারু বল্‌ ?
আজ্‌কে তোরা চল্‌।

নিমক-হারাম হস্‌নে রে ভাই,
মানুষ হ'লে প্রাণ থাকা চাই,
লবণ-জ্ঞান যার শূন্য সে ত
যায়রে রসাতল !
আজ্‌কে তোরা চল্‌।

জগৎ তা'রে অধম বলে'
সদাই যে রে পায়ে দলে,—
কোথাও যে তার নাই তিষ্ঠিবার
তিলার্দ্ধ টুক্‌ স্থল !
আজ্‌কে তোবা চল্‌।

খাটিস্‌ যদি আজ সকলে,
তবেই দৈন্য যাবে চলে',
মলিন মুখে বিমল হাসি
খেল্‌বে অবিরল !
আজ্‌কে তোবা চল্‌।

আস্‌বে যারা সঙ্গে চলে',
রাখ্‌বি তা'দের আপন বলে',
এম্‌নি করে সমাজ-সেবা
কর্‌বি কিনা বল্‌ ?
আজ্‌কে তোরা চল্‌।

জাতীয়মঙ্গল

মূর্খ অলস যারা আছে,
ফেলে যাস্‌নে তা'দের পাছে,
তাদের নিয়ে সমাজ-দেহের
বাড়্‌বে অযুত বল!
আজ্‌কে তোরা চল্।

চল্‌তে যারা নাহি চা'বে,
সদাই তা'দের কাছে যা'বে,
একান্ত না চল্‌লে, তা'দের
হাত ধরে' নে' চল্।
চল্‌বি কিনা বল?

মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা
কর্‌তে সবায় কর্‌বি মানা,
সমাজ-দেহের এ দুই ক্ষতে
ফলে বিষম ফল!
আজ্‌কে তোরা চল্।

যা'রা অলস থাকে পড়ে',
সদাই যাবি তা'দের ঘরে,
জাগরণের গান শুনা'য়ে
প্রাণে দিবি বল।
আজ্‌কে তোরা চল্‌।

শিশু, বালক দেখ্‌বি যারে,
তারেই দিবি শিক্ষাগারে,
এম্‌নি করে সমাজ-তরুর
মূলে দিবি জল।
আজ্‌কে তোরা চল্‌।

তোদের দলের যদি কেহ
ভালবাসে কেবল গেহ,
ঘরের বাহির কর্‌তে তাকে
বাঁধ্‌বি সবাই দল।
আজ্‌কে তোরা চল্‌।

নেহাৎ যে না শুন্‌বে কথা,
তার সঙ্গে না কইবি কথা,
একলা রেখে' তাহার সাজা
করবি কিনা বল ?
আজ্‌কে তোরা চল ।

সমাজের যে কর্‌বে ক্ষতি,
হো'ক্ সে বড় পণ্ডিত অতি,
অম্‌নি তারে ধর্‌বি এমন—
পায় যেন তার ফল !
আজ্‌কে তোরা চল্ ।

এ সব যদি কত্তে পারিস্,
স্বরগ হ'তে বিভুর আশীষ
তোদের শিরে মধুর-ধারা
পড়্‌বে অবিরল !
আজ্‌কে তোরা চল্ ।

আয় রে তোরা আয়।

আয় রে তোরা আয়।
আর কি রে ভাই নিদ্রা সাজে, সবাই চলে যায়!
আয় রে তোরা আয়।

সবাই দেখ্‌ রে এগিয়ে গেছে,
সবাই যাচ্চে নেচে নেচে,
দীন যে, সেও নিদ্রা ছেড়ে' তা'দের পিছু ধায়;
নবোৎসাহ নিয়ে প্রাণে,
মাতিয়ে আজি আশার গানে,
ছুট্‌ছে সবাই তূর্ণবেগে জ্ঞানের পিপাসায়!
আয় রে তোরা আয়।

সবারি ঘুম গেছে টুটি'
অন্ধ নয়ন উঠ্‌ছে ফুটি,'
সবার দ্বারে প্রভাত-তপন উঁকি মেরে' চায়!
যত দেশের তনয়গণ,
সকলে করেছে পণ,
দেশের দুঃখ মুছ্‌বে তারা নবীন সাধনায়।
আয় রে তোরা আয়।

জগতে পড়ে'ছে সাড়া,
সবাই উঠিছে তা'রা,
তা'দের প্রাণে আশার কিরণ স্রোতে ব'য়ে যায়!
শুনিয়ে আহ্বান-গান,
জাগিয়াছে কোটি প্রাণ,
জাতীয় দুর্গতি যে গো দল্‌ছে তারা পায়।
আয় রে তোরা আয়।

যত যত প্রতিবাসী
নবীন প্রাণে উঠে' হাসি'
দুর্ব্বল দরিদ্র নাম ঘুচাইতে ধায় ;
তাদের একাগ্রতা দেখে',
জগৎবাসী হাস্যমুখে,
ধান-দূর্ব্বা দিয়ে তা'দের বরণ কত্তে চায়!
আয় রে তোরা আয়।

তোদের শুধু কপাল পোড়া,
দেখেও দেখিস্‌নে তোরা,
জাতীয় তরণী খানি ডুবু ডুবু হায়!
এভাবে থাকিলে সবে,
দেখ্‌বি রে ভাই শীঘ্র তবে
তোদের নাম ধরা হ'তে মুছ্‌বে ঢেউয়ের ঘায়!
আয় রে তোরা আয়।

জগতে উত্থান-গীতি
শুন্‌ছিস্‌ না যে হচ্ছে নিতি ?
আর ত রে ভাই অলস থাকা শোভা নাহি পায় ;
এখনো জড়তা নিয়ে,
আলস্যেতে ডুবে গিয়ে
রহিলে পড়িয়া, এম্নি হাস্‌বে সবে হায় !
আয় রে তোরা আয়।

পণ করিলে সবাই মিলে,
ইস্‌লামে রক্ষিবে বলে',
বিলুপ্ত গৌরব যে রে পুনঃ পাওয়া যায় ;—
আয় রে তবে সবে ভাই,
ডুবে আর কাজ নাই,
উন্নতির পথ খুঁজি সকালে সন্ধ্যায়,—
আয় রে তোরা আয়।

জাতীয়মঙ্গল

আমরা জাগিলে সবে,
আর কে রে আছে ভবে
মোদের উন্নতি বল্ রোধে ক্ষমতায়?
বুঝিয়া নিজের শক্তি,
প্রাণে নিয়ে দেশভক্তি,
আয় না রে ভাই নবীন তেজে ছুটি পুনরায়!
আয় রে তোরা আয়।

জাতীয় সঙ্গীত।

কত দিনে তোমার আঁখি খুলিবে ভাই জানি না রে,
সবাই জাগ্রত ভবে বারেক তা'ও চাওনা ফিরে!
জাতীয়-মঙ্গল তরে,
ব্যগ্র সবাই ধরা'পরে,
তুমি হ'য়ে জীয়ন্তে মরা মগ্ন আছ ঘুমের ঘোরে!

ছিলে আগে শ্রেষ্ঠ জাতি,
ধরা জোড়া ছিল খ্যাতি,
এখন কাঙ্গালী সেজে' ভিক্ষা চাহ পরের দ্বারে!
মাথা ছিল সু-উন্নত,
ধন ধান্য করগত,
এখন সে শির পরের পায়ে লুটাও তুমি দিন দু'পরে!

জাতীয়মঙ্গল

অভ্রভেদী ছিল ভবন,
রত্নমণিময় অতুলন,
পর্ণকুটীর নাইকো এখন মাথা রাখ্‌তে বাদল ঝড়ে!
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলে জ্ঞানে,
ধরার সবাই তাহা জানে,
এখন সেজে বদ্ধ বোকা দেখাও তাহা যারে তারে!

সুপ্রশস্ত ছিল হৃদি
প্রেম দয়ার যে সে বারিধি,
এখন, ভাইয়ের বুকে ছুরি মার তুচ্ছ একহাত ভূমির তরে
মায়ের পেটের আপন ভাই,
জগতে যার তুলনা নাই,
সেই, ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ করে' টাকা ছড়াও সাগর-নী



আর কবে তুমি উঠিবে ভাই?

আর কবে তুমি উঠিবে ভাই?
সকলি উঠে'ছে, সকলি জেগে'ছে,
জাগিতে কি তব বাসনা নাই?
আর কবে তুমি উঠিবে ভাই?

দিকে দিকে শুন গভীর স্বননে
উন্নতির ভেরি বাজিছে সঘনে,
সকলি উঠে'ছে এ শুভ লগনে
কেহই যে আর ঘুমিয়ে নাই!
আর কবে তুমি উঠিবে ভাই?

যাহারা জগতে ছিল চির দীন,
নিতান্ত নবীন অথবা প্রাচীন,
আর কেহ দেখ নহে আর হীন
নব যুগ ভবে এসেছে ভাই!
জাগিতে কি তব বাসনা নাই?

জাতীয় মঙ্গল

সুদূর সমুদ্র নদ নদী তীরে,
কিম্বা দ্বীপে দ্বীপে সাগর গভীরে,
কর্ম্ম নিয়ে সবে উঠিতেছে ধীরে
উন্নতির পথে দেখিতে পাই !
আর কবে তুমি উঠিবে ভাই ?

সভ্য অসভ্য সকলের দেশে,
সবে নব তেজে—সবে নব বেশে ;
মোহ মদিরার প্রমত্ত আবেশে
নিদ্রালস আর কেহই নাই !
আর কবে তুমি উঠিবে ভাই ?

যা'রা ছিল মগ্ন সুঘোর নিদ্রায়,
তারাও রে আজি আঁখি মেলি' চায়,
আপন জাতির হিত-কামনায়
সকলেরি গীতি শুনিতে পাই !
আর কবে তুমি উঠিবে ভাই ?

জাতীয়মঙ্গল

অসভ্য বর্ব্বর চির মূর্খ জাতি,
তারা'ও উঠে'ছে নবোৎসাহে মাতি',
কিরূপে লভিবে উন্নতির-ভাতি
সকলে যতনে খুঁজিছে তাই!
আর কবে তুমি উঠিবে ভাই?

তব প্রতিবেশী হিন্দু ভ্রাতৃগণ,
তাদেরো পরাণে আশার কিরণ
বিদ্যুতের বেগে খেলি'ছে যখন,
তখনো কি ঘুমে রহিবে ভাই!
জাগিতে কি তব বাসনা নাই?

নবোৎসাহে তা'রা মেতে'ছে সকলি,—
মান্দ্রাজী, মারাঠী, দ্রাবিড়ী, সিংহলী,
বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী নববলে বলী
হইছে যে তাহা দেখিতে পাই।
আর কবে তুমি উঠিবে ভাই?

"আজি হ'তে মোরা মানুষ হইব,
দীনতা, ভীরুতা সব ঘুচাইব,
জগত-মাঝারে কীরিতি রাখিব"
বলিয়া তাঁহারা ছুটিছে ভাই,
জাগিতে কি তব বাসনা নাই?

বিশ্ব জুড়ে' আজি তা'দের সম্মান,
পশ্চিমে মার্কিণ—পূরবে জাপান,
সর্ব্বত্র তাদের মহিমার গান
গীত হ'তে আজি শুনিতে পাই।
আর কবে তুমি উঠিবে ভাই?

এ উত্থান-যুগে যবে সর্ব্ব দেশে,
সকলি সাজিছে নব নব বেশে,
সকলি সাজিয়া কি এক আবেশে
উন্নতি-সোপানে ছুটিছে ধাই'-

জাতীয়মঙ্গল

তুমি যদি শুধু রহ গো নিদ্রায়,
নিখিল জগৎ হাসিবে তোমায়,
চির অপবাদ রহিবে ধরায়,
একবারো কি হে ভেবে'ছ তাই?
আর কবে তুমি উঠিবে ভাই!

এ শুভ লগন গেলে একবার,
বিশ্ব বিনিময়ে পাইবে না আর,
চির অপমান তখন তোমার
হইবে সম্বল জানিও ভাই!
জাগিতে কি তব বাসনা নাই?

শার্দ্দুলের ঘরে জনম লভিয়া,
শৃগাল অধম রহিবে পড়িয়া!
তব দশা দেখে' ফেটে' যায় হিয়া,—
কারে বা কহিয়ে সান্ত্বনা পাই!
আর কবে তুমি উঠিবে ভাই?

জাতীয়মঙ্গল

আর কেন তবে উঠ এই বার
আলস্য জড়তা করি' পরিহার,
বারেক জগতে মহিমা তোমার
দেখাও আবার আজিকে ভাই!
জাগিতে কি তব বাসনা নাই?

আজ্‌কে তোদের চাই

ওরে শিশু আমার ভাই,
আজ্‌কে তোদের চাই।
নিজের মঙ্গল বুঝ্‌তে যেন
দেখ্‌তে তোদের পাই!
আজ্‌কে তোদের চাই।

তোদের মা—তোদের জননী
বড়ই পুত্র-পাগলিনী,
সে স্নেহ—সে ভালবাসায়
পড়ুক আজি ছাই!
আজ্‌কে তোদের চাই।

জাতীয়মঙ্গল

তোরা ঘরের বাহির হ'লে,
তোদের মা যে ভূমিতলে
আছাড়্ পড়ে' তোদের তরে
ফুঁপিয়ে কাঁদে ভাই!
আজ্‌কে তোদের চাই।

ঘরে থাক্‌বি মায়ের কাছে,
বাহির হ'লে বিঘ্ন আছে!
তোদের মা'র এ ভুল ধারণা
ভাঙ্গতে হ'বে ভাই!
আজ্‌কে তোদের চাই

হাঁট্‌লে আছাড় খেতেই হবে,
বিঘ্ন বিনা ইষ্ট কবে
কোথায় কে যে লভিয়াছে
মোদের জানা নাই!
আজ্‌কে তোদের চাই।

জাতীয়মঙ্গল

মায়ের কাছে থেকে থেকে,
একই জিনিষ দেখে দেখে,
নিস্তেজ হৃদয় তোদের
হচ্ছে যে রে ভাই!
আজ্‌কে তোদের চাই।

শুধু ব'সে থাক্‌লে ঘরে,
মায়ের কোলেই থাক্‌লে পড়ে',
নিজের পায়ে দাঁড়াইতে
শিখ্‌বি কবে ভাই!
আজ্‌কে তোদের চাই।

কাজের বাহির রাখ্‌লে অঙ্গ,
হ'বে তোদের স্বাস্থ্যভঙ্গ,
তখন যে রে সোনার শরীর
হ'বে তোদের ছাই!
আজ্‌কে তোদের চাই।

জাতীয় মঙ্গল

মায়ের আদর রাখ্ রে ফেলে',
দু'দিন সোহাগ রাখ্ রে ঠেলে',
মাকে ডেকে' বল্ রে তোরা—
"খেল্‌তে মোরা যাই—"
আজ্‌কে তোদের চাই।

"চাইনে আদর—চাইনে স্নেহ,
চাইনে যে আর কোমল দেহ,
অঙ্গে মেখে ধূলোমাটি
সবল হ'তে চাই"
আজ্‌কে তোদের চাই।

লাফিয়ে চল্‌বি—হাস্‌বি সুখে,
কাঁদ্‌বি না আর কোন দুখে,
দুঃখ বিপদ উড়িয়ে দিতে
দেখ্‌তে যেন পাই!
আজ্‌কে তোদের চাই।

লাফিয়ে চল্‌বি যথা তথা,
আছাড় খাবি সুখের কথা,
ভয় হীনতা, বীর্য্য, সাহস
তোদের কাছে চাই!
আয় ছুটে আয় ভাই।

খেল্‌বি যখন দলে দলে,
'ক'—'খ' শিখ্‌বি কুতূহলে,
অলস খেলার—অলস কাজের
সময় যে আর নাই!
আজ্‌কে তোদের চাই।

মূলে চাহি ধর্ম্ম-শিক্ষা,
তা'তেই আগে নিবি দীক্ষা,
এক খোদা তোর সৃষ্টিকর্ত্তা—
শরিক * তাঁহার নাই!
আজ্‌কে তোদের চাই।

* শরিক—অংশী।

তাঁর প্রেরিত মোদের নবি,*
হৃদে আঁক্‌বি তাঁহার ছবি,
অমন দয়ার শরীর যে রে,
হয়নি কারো ভাই !
আজ্‌কে তোদের চাই।

'ইমান্' তোদের চাহি যে ঠিক,
ইমান হীন যে মরার অধিক,
'পঞ্চ-নমাজ'—'ত্রিশ রোজা'
পাল্‌বি সবি ভাই !
আজ্‌কে তোদের চাই।

। হ'লে ধর্ম্ম-বলে,
দেখ্‌বি তখন ধরাতলে,
অসাধ্য সাধন যত
হেলায় হ'বে ভাই !
আজ্‌কে তোদের চাই।

---

* ইসলামধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ হজরত মহম্মদ (দঃ)।

ধৰ্ম্মহীনে সদাই ধিক্ !
যতই না সে ডিগ্রী নিক্ ;
"লেজওয়ালা সিপাই" মোরা
দেখ্‌তে নাহি চাই !
তোরা, ধাৰ্ম্মিক হবি ভাই।

ধৰ্ম্ম তোদের জীবন হ'বে,
রক্ত মাংসে জড়িয়ে র'বে,
ধৰ্ম্মহীনের উদ্ধার হা !
হয় কি কভু ভাই ?
আজ্‌কে তোদের চাই।

মানুষ যখন হ'তেই হ'বে,
ধৰ্ম্ম আগে শিখ্‌রে তবে,
ধৰ্ম্মের শুধু মুখোশ পড়্‌লে
কাজ হবে না ভাই !
আজ্‌কে তোদের চাই।

আর দিব না থাকৃতে অলস,
শরীর তা'তে হবে অবশ,
হর্ষভরে উঠ্ অনলস,—
এইটি তোদের চাই!
আয় ছুটে আয় ভাই।

আপন কাজে—জাতির কাজে
খাট্‌তে হ'বে সমাজ-মাঝে,
জাতি যে তোর ধরার ধূলায়
লুটিয়ে আছে ভাই!
আজ্‌কে তোদের চাই।

শিক্ষাহীনের বল্ কি হ'বে?
কি নিয়ে সে খাট্‌বে ভবে?
শিক্ষালাভে পরাণ পণে
কর্‌রে যতন তাই।
আজ্‌কে তোদের চাই!

জাতীয়মঙ্গল

আজকে তোরা সবাই মিলে,
শিক্ষাগারে দীক্ষা নিলে,
বেশী দিন আর তোদের দৈন্য
থাক্‌বে না কো ভাই!
আজ্‌কে তোদের চাই।

তোরা তোদের ভাইকে নিয়ে,
শিক্ষাগারে ছুট্‌বি ধেয়ে—
পাড়াপর্‌শী ভ্রাতা দেরো
ডেকে' নিবি ভাই!
আজ্‌কে তোদের চাই।

শিল্পকলা শিখ্‌বি বলে',
কেহ যাবি বিদেশ চলে
কুড়িয়ে আন্‌তে রত্ন-মাণিক
যা' তোর দেশে নাই।
আজ্‌কে তোদের চাই।

জাতীয়মঙ্গল

বিদেশ যাবি বল্‌লে পরে,
মা যদি রে কেঁদে ধরে,
মাকে তোদের বুঝিয়ে রেখে'
আয় ছুটে আয় ভাই !
আজ্‌কে তোদের চাই।

উচ্চ আশা কর্‌বি সবে,
ফলুক বা না ফলুক ভবে,
আশার সঙ্গে কাজ করে' যা
ফল দিয়ে কাজ নাই।
আজ্‌কে তোদের চাই।

নাইবা ফলুক ভয় কি তা'তে ?
কাজ করা যে নিজের হাতে ;
আজ না ফলুক, কাল ফলিবে,
সন্দেহ তা'র নাই।
আজ্‌কে তোদের চাই

জাতীয়মঙ্গল

আয় ছুটে' আয় আয়রে সবে,
মানুষ তোদের হ'তেই হ'বে।
এম্‌নি করে' থাক্‌বি পড়ে'
হ'য়ে হত ছাই!
ছি! ছি! ছি! তোদের চিতে
লজ্জা কি রে নাই?
আয় ছুটে আয় ভাই!

সবাই পাবে বিপুল মান,
সবাই পাবে ভবে স্থান,
সে গৌরব—সে আদর
তোদের পাওয়া চাই।
আয় ছুটে' আয় ভাই।

তেম্নি করে' হবি মানুষ,
হস্‌নে শুধু ফাঁকির ফানুষ,
জ্ঞানে, ধর্ম্মে, ধনে, ধান্যে—
মানুষ হবি ভাই!
আজ্‌কে তোদের চাই।

বারেক আজি চল্‌রে।

কান্নাকাটা ছেড়ে' দিয়ে
বারেক আজি চলরে,
একই মন্ত্রে হৃদয় বেঁধে'
একই কথা বল্‌রে।
মায়া যদি বাড়ায় কেহ,
জানিস্‌ সে সব মিছা স্নেহ,
তোর কাজ তুই যাবি করে
তবেই পাবি ফল্‌রে।

জাতীয়মঙ্গল

নিজেকে হীন ভাব্‌লে পরে,
হীন-ই হ'তে হয়রে,
কর্ম্ম-মাঝে বাহির হ'লে
কর্ম্মবীর তায় কয়রে !
তবে কেন ঘরের কোণে
থাক্‌বি বসে' সংগোপনে ?
কাজের আলোয় বাহির হ'লে
টুটে' যাবে ভয়রে !

দেখ্‌লে অসীম উদার আকাশ
বুকে পাবি বল্‌রে,
ঘরের কোণে বসে' বসে'
যাস্‌নে রসাতলরে !
হায় কি হ'বে বলে' বলে'
ভাসিস্‌ যদি নয়ন-জলে,
যুগের পরে যুগ গেলেও
নাহি হ'বে ফল্‌রে !

জাতীয়মঙ্গল

উষার আলো দেখ্‌বি বলে'
আঁখি দু'টি খোল্‌রে,
আরাম-শয়ান ছেড়ে' এখন
ননীর অঙ্গ তোল্‌রে !
বহুকাল ত কুড়ের মত,
হ'য়ে আছিস্‌ শয্যাগত,
একটু শুধু কুড়েমি তোর
বারেক আজি ভোল্‌রে !

আপন চিনে চল্‌রে এবার
সাম্‌নে হেঁটে ভাইরে !
শুধুই কেন পিছন হটা
দেখ্‌তে তোদের পাইরে !
আজ হ'তে ভাই কর্‌রে এ পণ,
হট্‌বে না আর পিছে কখন,
কাঁদ্‌বে না আর দুঃখ পে'লে,—
লজ্জা তোদের নাইরে ?

করে শপথ ধরবি সে পথ
যে পথ ধরে' হায়রে,
নিখিল জগত মানুষ হ'য়ে
সুখের গান গায়রে !
আপন কাজে বারেক আজি,
আয়রে নবীন বেশে সাজি',
জগৎ যেন আবার তোরে
আদর করে চায়রে !

এ ধরা যে কর্ম্ম-ভূমি—
কর্ম্মীর হেথা স্থানরে,
অলস যারা তা'দের হেথা
শুধুই অপমান রে !
তোদের দেশে সবই ঢালা,
ধন, খাদ্য, জ্ঞানের আলা,
অলস থেকেই উপবাসে
ক্লিষ্ট তোদের প্রাণরে !

কর্ম্ম-ভূমে কর্ম্ম-খেলা
　　বারেক আজি খেল্‌রে,
সোনার তনুর আরাম-লালস
　　দূরে ছুড়ে' ফেল্‌রে !
সত্য পথটি নে রে খুঁজে',
আপনাকে নে রে বুঝে',
আর থাকিস্‌নে অবুঝ হ'য়ে
　　আজ্‌কে আঁখি মেল্‌রে !

'দাও' বলে হাত পেতোনা।

কর্ম্মের যুগে তুমিই একা
প্রেম-গীতি আর গেয়োনা,
অমন করে' পরের দ্বারে
'দাও' বলে হাত পেতোনা!

বহুদিন ত এম্‌নি করে
মান সম্ভ্রম রেখে' ওরে,
পরের দ্বারে গিয়ে গিয়ে
পাচ্ছ কত লাঞ্ছনা!
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

মর্‌বে মর ক্ষুধার জ্বালায়,
একটি প্রাণও কাঁদ্‌বে না তায়!
অলস বাঁচা বেঁচে থাকায়
লাভ হ'বে কি বল না?
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

জাতীয়মঙ্গল

মরবে তুমি দুঃখ কি তায়,
দুঃখ কেবল হস্তপাতায়,
অমন করে নিজের গৌরব
ধ্বংস তুমি করোনা।
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

জন্ম তোমার উচ্চ ঘরে,
কেবল আপন দোষের তরে
ভবের মাঝে তুচ্ছ হ'য়ে
স'চ্ছ কত গঞ্জনা!
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

একদিন তব অতুল তেজে
দীপ্ত ছিল ধরা এ যে,
সকল বিশ্ব সন্ধ্যা সকাল
করতো তোমায় বন্দনা!
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

বিশ্বে ছিলে শিক্ষাদাতা,
সবাই তখন রাখ্‌তো মাথা
হর্ষে তোমার চরণ-তলে,
কর্‌তো তোমার অর্চ্চনা !
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

জ্ঞান-বিজ্ঞান, কাব্য, নীতি,
খগোল, ভূগোল, ত্রিকোণ-মিতি,
জ্যোতিষ, দর্শন—ভবের সার
সবি তোমার রচনা !
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

তোমার বিশাল পণ্য-তরী
ঘুর্‌তো সাগর বক্ষোপরি,
তোমার সাথে বাণিজ্যেতে
কা'র হ'ত আর তুলনা ?
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

নিত্য নব দেশের ভূমি
হাস্‌তো তোমার চরণ-চুমি' !
ধরণীময় অতুল নাম
নিত্য হ'ত ঘোষণা !
'দাও' বলে হাত পেতোনা

রত্ন-মাণিক তুল্‌বে বলে'
ডুব্‌তে জান্‌তে সাগর-জলে,
সাগর, গিরি, আকাশভরে
ছিল তোমার সাধনা !
'দাও' বলে হাত পেতোনা

চারু শিল্পে তোমার মত
বিশ্বের কোন শিল্পী, অত
সফল হ'তে জগত-মাঝে
স্বপ্নেও করতো কল্পনা ?
'দাও' বলে হাত পেতোনা

জাতীয়মঙ্গল

বিশ্বপৃষ্ঠে আজো কত
নিদর্শন তার আছে শত—
'জুম্মা-মস্‌জিদ্‌', 'আল্‌হাম্ব্রা', 'তাজ',
কে করে তার গণনা ?
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

জন্ম লভে' অমন কুলে,
গিয়েছ আজ সকল ভুলে' !
গর্ভে নিতে তোমায় ধরা
হয় না কেন দু'খানা ?
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

বেঁচে তোমার ফল্‌কি আছে ?
মানুষ যারা মরে বাঁচে,
তোমার মত 'কাঠের পুতুল'
আর আছে ভাই ক'জনা ?
'দাও' বলে হাত পেতোনা

আজ হ'তে ভাই কর এ পণ,
মরো যেন দশের মতন—
অধম লোকের মরায় যে হায়
হয় না কারো বেদনা !
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

নিজের পায়ে দাঁড়াও নিজে,—
রোদে পুড়ে', জলে ভিজে',
আপন আহার আপনি খোঁজ,
পরের দ্বারে যেয়োনা !
'দাও' বলে হাত পেতোনা।



উঠগো আজিকে তবে।

উঠগো উঠগো, ছুটগো ছুটগো,
নিদ্রা ত্যজগো আজি,
আর ত ঘুমের নাহি যে সময়
উঠেছে বংশী বাজি' !
ওগো, উঠেছে বংশী বাজি' !

সুপ্ত যাহারা, উঠিয়া চকিতে,
অই দেখ যায় ত্বরিত গতিতে,
তবে তুমি আর কেনরে মিছার
ঘুমেতে রহিবে মজি' ?
ওগো, ঘুমেতে রহিবে মজি' ?

জাতীয়মঙ্গল

খোলগো নয়ন, দেখগো দেখগো,
সকলে উঠিয়া ধায়,
তুমি কি একেলা নিদ্রা-মগন
এখনো রহিবে হায় !
ওগো, এখনো রহিবে হায় !

সবার পরাণ আশার আলোকে
নাচিছে দেখগো কি মহাপুলকে !
নিস্তেজ তুমি—অসার তুমি
কেবলি রহিবে হায় !
ওগো, কেবলি রাহবে হায় !

শুনগো আজিকে নিখিল জগতে
হইছে মঙ্গল-গান,
দিকে দিকে তাই বিশ্ব জুড়িয়া
নাচিছে সবার প্রাণ !
ওগো, নাচিছে সবার প্রাণ !

জাতীয়মঙ্গল

সাগরে, প্রান্তরে, শেখরে, কান্তারে,
সবারি বীণা যে নিয়ত ঝঙ্কারে !
তোমার বীণার তন্ত্রী-সকলে
উঠিবে না কিগো গান ?
ওগো, উঠিবে না কিগো গান ?

কেন গো, কেন গো, তুমিই একেলা
দুর্ব্বল হ'য়ে র'বে ?
কেন গো জগতে অলস বলিয়া
আখ্যা তোমার হ'বে ?
ওগো, আখ্যা তোমার হ'বে ?

ছুটিলে আজিকে নবীন কিরণে,
গণ্য হইবে নিখিল ভুবনে,
তব মহিমার পুণ্য-কাহিনী
সবাই তখন ক'বে !
ওগো, সবাই তখন ক'বে !

তবে কেন আর, তবে কেন আর
সুপ্ত রহিবে তুমি,
যদি, সকল জাতি কর্ম্মে লেগেছে
ব্যাপিয়া সকল ভূমি ?
ওগো, ব্যাপিয়া সকল ভূমি ?

আছিল একদা বিশাল ভুবন
তোমারি আলোকে আলা অতুলন !
ছিলে, সকল জ্ঞানে,—সকল পুণ্যে
বিশ্ব-প্রদীপ তুমি !
ওগো, বিশ্ব-প্রদীপ তুমি !

এস তবে ভাই, এসগো এসগো,
ছুটগো আজিকে তবে,
দেখিবে তখন মধুর পবন
তোমারো কুটীরে ব'বে।
ওগো, তোমারো কুটীরে ব'বে !

দীনতা তোমার র'বে না তখন,
তুমিও ধরার হ'বে একজন,
ত্রিদিব-আলোকে কুটীর তোমার
দীপ্ত তখন হ'বে !
ওগো, দীপ্ত তখন হ'বে !

সমাপ্ত

বিজ্ঞাপন।

গ্রন্থকার প্রণীত

উত্থান-সঙ্গীত

অভিনব বেশে সজ্জিত হইয়া বাহির হইবে। সমাজের নির্দ্দোষ হিতকথায় ইহার প্রতি পৃষ্ঠা পূর্ণ থাকিবে। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে বাক্যব্যয় করিতে চাহি না। পুস্তক প্রকাশিত হইলেই যথাসময়ে আমাদের বাক্যের যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

প্রকাশক।